একটা মৃতদেহ। আমি তখন ঝুঁকেপড়ে দেখি—আমার প্রতিমা দিদি —অনেকদিনের হারানিধি।" * * *

আর পড়া যায় না। বোধ হয় সদ্যকার লেখা——

"ভাই চল্‌লাম। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। অরুণ-আলোক নিবেছে। করাল-ছাওয়া আকাশ বাতাস হেছে ফেল্‌ছে। বিদায়, বিদায়, বন্ধুবর বিদায় — "

শ্রীকৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী,
২য় বার্ষিক শ্রেণী,
'খ' শাখা (বিজ্ঞান)

বিদায় অভিশাপ।

দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ দৈত্যাচার্য্য শুক্রের নিকটে সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিক্ষালাভার্থ আসেন। এক সহস্র বৎসরে তাঁহার বিদ্যালাভ সমাপ্ত হয়। শুক্রকন্যা দেবযানী এই দীর্ঘ দশ শত বৎসর কচের সেবা, যত্ন করিয়া ভালবাসা দিয়া তাঁহাকে প্রবাস বাস দুঃখ ভুলাইতে চেষ্টা করেন, নানা বিপদে আপদে তাহাকে রক্ষা করেন। তারপর বিদ্যালাভ সমাপ্ত হইলে কচ দেবযানীর নিকট-বিদায় লইতে গেলেন। দেবযানী তাহাকে ভালবাসিতেন—তিনি প্রেম নিবেদন করিলেন। কিন্তু কচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। এই হইল এই কাব্যটির গল্পাংশ।

আরম্ভেই মস্ত একটা কথা আসিয়া পড়ে। আমরা সর্ব্বত্রই দেখি যে পুরুষই প্রেম নিবেদন করে, প্রত্যাখ্যান করাটা মেয়েদেরই একচেটিয়া। কিন্তু এখানে দেখিতেছি দেবযানী নারী হইয়াও প্রেম নিবেদন করিলেন। তাই কথাটা কানে বাজে। কিন্তু শুধু এখানেই

নয় রবিবাবু আরও অনেক জায়গায় নারীকে দিয়াই প্রেম নিবেদন করাইয়াছেন। 'চিত্রাঙ্গদায়' তিনি চিত্রাঙ্গদাকে দিয়া অর্জ্জুনের নিকট প্রেম নিবেদন করাইয়াছেন। 'অভিসারে' তিনি বাসবদত্তাকে দিয়া সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট প্রেম নিবেদন করাইয়াছেন। 'পতিতা'য় তিনি পতিতাকে দিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিকট প্রেম নিবেদন করাইয়াছেন। এ জিনিষটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ছাড়া আর কোথাও দেখি না।

যাক্, আলোচ্য বিষয়ে আসা যাউক।

"জ্যোতিঃস্নাত মূর্ত্তিমতী উষা দেবযানী সাজি হাতে ফুল তুলিতে ছিলেন এমন সময় দেখা দিলেন

কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণ প্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তিঢালা"—

কচ। কিশোর কিশোরী পরস্পরে বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। কচ স্বাভাবিক বিনয় সহকারে কহিলেন। 'তোমাকে সাজেনা শ্রম। দেহ অনুমতি ফুল তুলে দিব দেবী।" দেবযানীর তখনকার অবস্থা কি তাহা কবি আমাদের বলেন নাই তবু মানস-চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি দেবযানীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। 'তাহার উন্নত মস্তক ক্রমে ক্রমে লজ্জায় নত হইয়া গেল। যে কিশোর বিস্মিত চক্ষু আর দুইখানি বিস্মিত চক্ষুর উপর ন্যস্ত ছিল সে চক্ষু ক্রমে ক্রমে নীচু হইয়া গেল।

একটি কথা আছে "প্রথম দর্শনেই প্রেম।" কবি নিজেই তাঁহার 'মায়ার খেলা" কাব্যে বলিয়াছেন

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কোথায় কে ধরা পড়ে কে জানে!
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।"

যদি একথা সত্য হয় তবে প্রথম দর্শনেই তাহারা উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়াছিলেন কবি বলিতেছেন "প্রেম অন্তর্য্যামী"। যদি প্রেম অন্তর্য্যামীই হয় তবে উভয়েই জানিতেন যে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসেন। দেবযানী নারী হইয়াও প্রেম নিবেদন করিলেন কিন্তু তবুও কচ কেন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন? কথা আছে যে "মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটেনা।" কিন্তু দেবযানীর যখন মুখ ফুটিল তখন কচ কেন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন? দেবযানী নারী, অতএব লজ্জা তাহার প্রকৃতিগত; কিন্তু কচের ত সে বালাই নাই! তবু কচ কেন তাহাকে প্রত্যাখ্যানের ব্যথা দিলেন?

ইহার একমাত্র যুক্তি সঙ্গত কারণ বলা যাইতে পারে কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান। কচ কর্ত্তব্যকে সকলের উচ্চে স্থান দিয়াছেন। দেবজানীর কাতর মিনতি, অভিমান, উচ্ছাস, অভিশাপ কিছুই তাহার সঙ্কল্প টলাইতে পারে নাই।

এই কাব্যটির সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি কচ সংযমী। তাই তিনি দেবযানীর প্রলোভনও উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দেবযানী সর্ব্বদা স্বাচ্ছন্দের ক্রোড়ে লালিত পালিত। সংযম কাহাকে বলে তাহা তাহার জানা নাই। তাই দেবযানী নিজেকে সংযত রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু ইঙ্গিতেও কচ বুঝিতে চাহিলেন না। কচ যখন বিদায় চাহিলেন তখন দেবযানী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন—

"মনোরথ পুরিয়াছে,
পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা আচার্য্যের কাছে,
সহস্র বর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি; আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখ মনে।

আর কিছু নাহি!

দেবযানী

কিছু নাই? তবু আর বার দেখ চাহি
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান; অন্তরের প্রান্তে যদি
কোন বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঙ্কুর সম
ক্ষুদ্র দৃষ্টি অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম।"

তবুও কচ বুঝিতে চাহিলেন না। তখন দেবযানীকে লজ্জার মাথা খাইয়া সব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে হইল।

—বল যদি সরল সাহসে
"দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধিমূর্ত্তিমতী
তোমারেই করিনু বরণ," নাহি ক্ষতি
নাহি কোন লজ্জা তাহে। রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই যথা সাধনার ধন।"

কিন্তু কচ যখন আবার বলিলেন "কোন স্বার্থ করিনা কামনা আজি," তখন অপমানিতা দেবযানী সরোষে বলিলেন

"ধিক মিথ্যাবাদী!
শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে? গুরু গৃহে আসি
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জ্জনে
শাস্ত্র গ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যয়নে
অহরহ? উদাসীন আর সবা পরে?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বন বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মালা খানি
সহাস্য প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?

এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মত ?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্ল শিশির সিক্ত কুসুম রাশিতে
করিতে আমার পূজা ? অপরাহ্ণ কালে
জলসেক করিতাম তরু আলবালে,
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি
জল দিতে তুলি ? কেন পাঠ পরিহরি
পালন করিতে মোর মৃগ শিশুটিকে।
স্বর্গ হতে যে সঙ্গীত এসেছিলে শিখে
কেন তাহা শুনাইতে ; সন্ধ্যাবেলা যবে
নদী তীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মত ? আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরী জালে ? বুঝেছি এখন
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা,
লব্ধ-মনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারী হস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই চারি
মনের সন্তোষে !”

এখন আর গোপন কিছু রহিল না। এ নির্ম্মম অভিযোগে কচের কোমল বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। যে সংযমের বলে তিনি

এতক্ষণ সব সহ্য করিয়াছিলেন সে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে কথা তাঁহার মনের এক নিভৃত কোনে গোপনে বাসা বাঁধিয়া ছিল আজ তাহা বাহির হইয়া পড়িল। কচ করুণ সুরে বলিলেন

"সত্যকথা শুনে কি হইবে সুখ? ধর্ম্ম জানে
প্রতারণা করি নাই, অকপট প্রাণে
আনন্দ অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ,
সেবিয়া তোমারে যদি করে থাকি দোষ
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি; ছিল মনে
কভু না সে কথা! বল কি হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার;
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা।"

আর ভ'লবাসি কি না বাসি সে তর্কে লাভ কি? যা আমার মনে আছে তা আছেই।

কচ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট আসিয়াছিলেন। তাহাকে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবেই। তাহাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাক্ কি থাক। কর্ত্তব্যের বাঁধন বড় কঠোর। কর্ত্তব্য পালন করিতে তাহাকে স্বর্গে চলিয়া যাইতে হইবে। স্বর্গকে আর পুরাতন স্বর্গের মত লাগিবে না, মন কোন দূরদেশের বনতলে, নদী-তীরে, পুষ্পোদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইবে জীবন নিষ্ফল হইয়া যাইবে। তবু চলিয়া যাইতে হইবে।

"দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগ সম,
চির তৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম

সর্ব্ব কার্য্য মাঝে— তবু চলে যেতে হবে.
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব যবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে ; তার পূর্ব্বে নাহি মানি
আপনার সুখ।"

কচের উদার প্রাণ। তিনি নিজের অক্ষমতা জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তবু প্রতিহিংসাকামী দেবযানী তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তাহাকে শাপ দিয়া বসিলেন।

"তোমাপরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবেনা বশ ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হ'য়ে রবে, করিবেনা ভোগ,
শিখাইবে, পারিবেনা করিতে প্রয়োগ।"

এখানেও আবার সংযমের কথা আসিয়া পড়িল। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" কচ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন—কাজেই তিনিই প্রকৃত যোগী। তিনিই প্রকৃত সংযমী। কিন্তু দেবযানী তাহার উদ্দাম বাসনাকে সংযত রাখিতে পারেন নাই। কাযেই বনবাসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যোগী নহেন। কিন্তু কচ আজন্ম সংযমী। তিনি অভিশাপের উত্তরে প্রশান্তভাবে বলিলেন

"আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্ব্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।"

কচ দেবযানীকে অবহেলা করেন নাই। তাহাকে তাহার প্রাপ্য সম্মানেরও অধিক দিয়া আসিয়াছেন। দেবযানী তাহাকে নির্ম্মম

অভিযোগের পর অভিযোগ করিয়াছেন। কচ সব নীরবে সহ্য করিয়াছেন। দেবযানীর মর্ম্মান্তিক কটূক্তির উত্তরে একটি কঠিন কথা বলেন নাই।

আপাত দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখায় যে কচ দেবযানীর প্রাণভরা ভালবাসা পদতলে দলিত করিয়া "আপনার কর্ত্তব্য পুলকে সর্ব্ব দুঃখ শোক করি দূর পরাহত" স্বর্গলোকে সগৌরবে চলিয়া গেলেন। দেবযানীকে উপেক্ষা করিলেন—প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা প্রত্যাখ্যান নহে। কচ দেবযানীকে বরণ করিয়াই লইয়াছিলেন, তবে তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। তাহা তাহার অন্তরের নিভৃততম কোনে লুক্কাইত ছিল। কচ জায়গায় তাহার ইঙ্গিতও দিয়াছেন। এক জায়গায় বলিয়াছেন "চির জীবনের তরে তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।" কচ দেবযানীর স্মৃতি বুকে করিয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু দেবযানী কিছুদিন পরেই সব ভুলিয়া রাজা যযাতিকে বিবাহ করিলেন।

দেখা যাইতেছে যে দেবযানীর প্রেম অপেক্ষা কচের প্রেমই গভীরতর। দেবযানী কচকে ভালবাসিয়া ছিলেন ক্ষণিকের জন্য। তাহা প্রেম নহে—মোহ। যে তরুণী কখনও ভালবাসার যোগ্য পাত্র পায় নাই সেত উপযুক্ত পাত্রকে দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইবেই। কিন্তু এই আত্মবিস্মৃতি চিরস্থায়ী নয়। দেবযানী স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইতে কম করেন নাই।

"বিদ্যার লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এ জগতে ? করেনি কি রমণীর লাগি
কোনো নর মহাতপ ? পত্নীবর মাগি
করেননি কি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্য্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত ?"

কত কাকুতি, কত মিনতি, কত অভিমান করিয়াছেন কিন্তু স্থিরচিত্ত কচের মন হেলাইতে পারেন নাই। কচ তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাতে তাহার চিত্ত যদি মরুভূমি হয় হউক, জীবন যদি ব্যর্থ হয় হউক। কবি কচকে আদর্শ পুরুষ রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার কাজে কর্ত্তব্য অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই। কচ বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু দেবযানী তাহার প্রেমের প্রতিদানে চাহিয়াছেন প্রেম—কৃতজ্ঞতা চান নাই।

"কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেও কোনো দুঃখ নাই।
উপকার যাক রেছি হয়ে যাক ছাই.....

তাই দেবযানী বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "ভালবাস ?" সুখস্মৃতি নাহি কিছু মনে ?" "শুধু উপকার! শোভা নহে, প্রীতি নহে, নহে কিছু আর ?" বার বার তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বলিয়াছেন—"সুখ নাই যশের গৌরবে।" কিন্তু এততেও কচ তাহার কর্ত্তব্যকেই সর্ব্বোচ্চে স্থান দিলেন। তাহার প্রার্থনা অবহেলা করিলেন। দেবযানীর ধৈর্য্য আর বাঁধ মানিল না। ক্রুদ্ধস্বরে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন

"ধিক ধিক্
কোথা হতে এলে তুমি নির্ম্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়া তলে
দণ্ডদুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি—ফুলের মতন
ছিন্ন করে নিয়ে মালা করেছ প্রস্থান
এক খানি সূত্র দিয়ে যাবার বেলায়
সে মালা নিলেনা গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্র খানি দুইভাগ করে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে। লুটাইল ধূলিপরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা।"

দেবযানীর ক্রুদ্ধচিত্ত এত কটূক্তিতেও শান্ত হইল না। তিনি শাপ দিয়া বসিলেন, ফলে কচের "দীর্ঘ দশশত বর্ষের অক্লান্ত সাধনা" ব্যর্থ হইয়া গেল। প্রত্যুত্তরে কচ তাহাকে শান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

দেবযানীর চরিত্র কোমল ও কঠোরের সংমিশ্রন, দেবযানী অসহিষ্ণু, দেবযানী অসংযমী, দেবযানীর চিত্তে দৃঢ়তার অভাব। কিন্তু কচ সংযমী, দৃঢ়চিত্ত, উদার।

"বিদায় অভিশাপ" সম্বন্ধে আমার যাহা মনে হইয়াছে তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সমালোচনা করি নাই। রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপের' সমালোচনা করার সাহস শুধু আমার কেন অনেক মহারথীরও নাই। তাহার কারণ 'বিদায় অভিশাপ' যে ভাষায় লেখা সে শুধু বাংলা ভাষা নহে, সে বুকের ভাষা, অন্তরের ভাষা।—প্রাণের রং দিয়া তাহা লেখা। কাজেই হৃদয়ের স্পন্দন দিয়া তাহাকে পড়িতে হয় বুঝিতে হয় এবং অনুভব করিতে হয়। যে অনুভূতিকে কাগজের বুকে কালো অক্ষরের জাল বুনিয়া লোককে বোঝান শুধু শক্ত নহে—অসম্ভব।

শ্রীঅতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী,
সাহিত্য বিভাগ।